أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ط)

www.motaher21.net

اللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

মহান আল্লাহ্, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী।

There is no God except Allah. He is iternal , and cherisher.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫৫

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের

জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কি তারা আয়ত্ব করতে পারে না। ননতাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিষবীষ ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষন তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।

২৫৫ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এ আয়াতটিকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। এটি মর্যাদার দিক থেকে কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করে বললেন, হে আবুল মুনযির! জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হোক। [মুসলিমঃ ৮১০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে লোক প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না’ । [নাসায়ী, দিন-রাতের আমলঃ ১০০]

অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে। অনেকেই এ সূরার আয়াতুল কুরসীতে “ইসমে আযম” আছে বলে মত দিয়েছেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ তাৎপর্যঃ এ আয়াতে মহান রব আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তার সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃংখলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যাতে কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রতিটি বাক্যের সাথেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে।

[২] প্রথম বাক্য (اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) এতে ‘আল্লাহ্' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। (لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা ‘ইবাদাতের যোগ্য। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্তা-ই ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। তিনিই একমাত্র হক মা’ বুদ। আর সবই বাতিল উপাস্য ।

[৩] দ্বিতীয় বাক্য (اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) আরবী ভাষায় (اَلْحَيُّ) অর্থ হচ্ছে জীবিত আল্লাহ্‌র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। (قَيُّوْمُ) শব্দ কেয়াম থেকে উৎপন্ন, এটা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়ূম' আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ গুণবাচক নাম যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়ীত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়ূম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আবদুল কাইয়ূম' নামকে বিকৃত করে শুধু কাইয়ূম' বলে, তারা গোনাহগার হবে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র এমন আরও কিছু নাম আছে, যেগুলো কোন বান্দাহর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন, রাহমান, মান্নান, দাইয়্যান, ওয়াহহাব এ জাতীয় নামের ব্যাপারেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র নামের মধ্যে (اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) অনেকের মতে 'ইসমে-আযম' ।

[৪] তৃতীয় বাক্য (لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ) আরবীতে (سِنَةٌ) শব্দের সীন-এর (كَسرة) দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব (نَوْمٌ) পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইইয়্যুম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়ত ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করেছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মত মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই। আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

[৫] চতুর্থ বাক্য

(لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ)

বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত (لام) অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

[৬] পঞ্চম বাক্য

(مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ)

অর্থ হচ্ছে, এমন কে আছে যে, তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে বুঝা যায় যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারত যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্র কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সুপারিশ করব’ । [মুসলিমঃ ১৯৩]

একে ‘মাকামে-মাহমুদ’ বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামএর জন্য খাস। অন্য কারো জন্য নয়।

[৭] ষষ্ঠ বাক্য

(يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অগ্র-পশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্র-পশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বের ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহ্র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অপ্রকাশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যপ্ত। সুতরাং এ দু'টিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয়দিকই বোঝানো হয়।

[৮] সপ্তম বাক্য

(وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَ)

অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

[৯] অষ্টম বাক্য

(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ)

অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড় যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্‌ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কছম, কুরসীর সাথে সাত আসমানের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। আর কুরসীর উপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আংটির বিপরীতে বিরাট ময়দানের শ্রেষ্ঠত্ব' । [ইবন হিব্বান: ৩৬১ বায়হাকী: ৪০৫]

[১০] নবম বাক্য

(وَلَا يَـئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا)

"অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এ দুটি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাজত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

[১১] দশম বাক্য (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ) অর্থাৎ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ মূর্খতা নিজেদের কল্পনা ও ভাববাদিতার জগতে বসে যত অসংখ্য উপাস্য, ইলাহ ও মাবুদ তৈরী করুক না কেন আসলে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি শাসন কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র সেই অবিনশ্বর সত্তার অংশীভূত, যাঁর জীবন কারো দা নয় বরং নিজস্ব জীবনী শক্তিতে যিনি স্বয়ং জীবিত এবং যাঁ শক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এই বিশ্ব-জাহানের সমগ্ ব্যবস্থাপনা। নিজের এই বিশাল সীমাহীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তাঁর গুণাবলীতে দ্বিতীয় কোন সত্তার অংশীদারীত্ব নেই। তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারেও নেই দ্বিতীয় কোন শরীক। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও আর কাউকে মাবুদ ইলাহ ও প্রভু বানানো হলে তা একটি নিরেট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এভাবে আসলে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্তাকে যারা নিজেদের দুর্বল অস্তিত্বের সদৃশ মনে করে এবং যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে, এখানে তাদের চিন্তা ও ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। যেমন বাইবেলের বিবৃতি মতে, আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী ও আকাশ তৈরী করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন।

অর্থাৎ তিনি পৃথিবী ও আকাশের এবং এ দু' য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তাঁর মালিকানা, কর্তৃত্ব ও শাসন পরিচালনায় কারো

এক বিন্দু পরিমাণও অংশ নেই। তাঁর পরে এই বিশ্ব-জাহানের অন্য

যে কোন সত্তার কথাই চিন্তা করা

হবে সে অবশ্যই হবে এই বিশ্ব-জগতের একটি সৃষ্টি। আর বিশ্ব

-জগতের সৃষ্টি অবশ্যি হবে আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁর দাস। তাঁর অংশীদার ও সমকক্ষ হবার কোন

প্রশ্নই এখানে ওঠে না।

এখানে এক শ্রেণীর মুশরিকদের চিন্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বুযর্গ ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতা বা অন্যান্য সত্তা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর ওখানে তাদের বিরাট প্রতিপত্তি। তারা যে কথার ওপর অটল থাকে, তা তারা আদায় করেই ছাড়ে। আর আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে কোন কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম। এখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে,

আল্লাহর ওখানে প্রতিপত্তির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি কোন শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর এবং কোন নিকটতম ফেরেশতাও এই পৃথিবী ও আকাশের মালিকের দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস রাখে না।

এই সত্যটি প্রকাশের পর শিরকের ভিত্তির ওপর আর একটি আঘাত পড়লো। ওপরের বাক্যগুলোয় আল্লাহর অসীম কর্তৃত্ব ও তাঁর সাথে সম্পর্কিত ক্ষমতাবলী সম্পর্কে একটা ধারণা পেশ করে বলা হয়েছিল, তাঁর কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে কেউ শরীক নেই এবং কেউ নিজের সুপারিশের জোরে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাও রাখে না। অতঃপর এখানে অন্যভাবে বলা হচ্ছে, অন্য কেউ তাঁর কাজে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন তার কাছে এই বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা এবং এর অন্তর্নিহিত কার্যকারণ ও ফলাফল বুঝার মতো কোন জ্ঞানই নেই? মানুষ, জিন ফেরেশতা বা অন্য কোন সৃষ্টিই হোক না কেন সবার

জ্ঞান অপূর্ণ ও সীমিত। বিশ্ব-জাহানের সমগ্র সত্য ও রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই। তারপর কোন একটি ক্ষুদ্রতর অংশেও যদি কোন মানুষের স্বাধীন হস্তক্ষেপ অথবা অনড় সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে তো বিশ্ব-জগতের সমগ্র ব্যবস্থাপনাই ওলট-পালট হয়ে যাবে। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বুঝারও ক্ষমতা রাখে না। বিশ্ব-জাহানের প্রভু ও পরিচালক মহান আল্লাহই এই ভালোমন্দের পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। কাজেই এক্ষেত্রে জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহর হিদায়াত ও পথনির্দেশনার ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ হচ্ছে ‘কুরসী’ । সাধারণ এ শব্দটি কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি অর্থে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (বাঙলা ভাষায় এরই সমজাতীয় শব্দ হচ্ছে ‘গদি’ । গদির লড়াই বললে ক্ষমতা কর্তৃত্বের লড়াই বুঝায়)

এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী নামে খ্যাত। এখানে মহান আল্লাহর এমন পূর্ণাংগ পরিচিতি পেশ করা হয়েছে, যার নজীর আর কোথ

নেই। তাই হাদীসে একে কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে কোন্ প্রসঙ্গে বিশ্ব-জাহানে মালিক মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে? এ বিষয়টি বুঝতে হলে ৩২ রুকু’ থেকে যে আলোচনাটি চলছে তা ওপর আর এবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে হবে। প্রথমে মুসলমানদের ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ধ-প্রাণ উৎসর্গ করে জিহাদে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। বনী ইসরাঈলরা যেসব দুর্বলতার শিকার হয়েছিল তা থেকে দূরে থাকার জন্য তাদে জোর তাগিদ দেয়া হয়। তারপর তাদেরকে এ সত্যটি বুঝানো হয় যে, বিজয় ও সাফল্য সংখ্য যুদ্ধাস্ত্রের আধিক্যের ওপর নির্ভর করে না বরং ঈমান, সবর, সংযম, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সংকল্পে দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করে। অতঃপর যুদ্ধের সাথে আল্লাহর যে কর্মনীতি সম্পর্কিত রয়েছ সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি সবসময় মানুষদে একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন করে থাকেন। নয়তো যদি শুধুমাত্র একটি দল স্থায়ীভা বিজয় লাভ করে কর্তৃত্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতো তাহলে দুনিয়া অন্যদের জীবন ধারা কঠিন হয়ে পড়তো।আবার এ প্রসঙ্গে অজ্ঞ লোকদের মনে আরো যে একট প্রশ্ন প্রায়ই জাগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লাহ যদি তাঁর নবীদেরক মতবিরোধ খতম করার ও ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য পাঠিয়ে থাকেন এবং তাদের আগমনের পরও মতবিরোধ ঝগড়া-বিবাদ খতম না হয়ে থাকে তাহলে কি আল্লাহ এতই দুর্বল যে, এই গলদগুলো দূর করত চাইলেও তিনি দূর করতে পারেননি? এর জবাবে বলা হয়েছে, বলপূর্বক মতবিরোধ বন্ করা এবং মানব জাতিকে জোর করে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করা আল্লাহর ইচ্ছ ছিল না। যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তার বিরুদ্ধাচর করার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকতো না। আবার যে মূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আলোচনা সূচনা করা হয়েছিল একটি বাক্যের মধ্যে সেটিকেও ইঙ্গিত

করা হয়েছে। এরপর এখন বলা

হচ্ছে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাস,

আদর্শ-মতবাদ ও ধর্ম যতই বিভিন্ন হোক না কেন আসল ও প্রকৃ সত্য যার ওপর আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, এ আয়াতেই বিবৃত হয়েছে। মানুষ এ সম্পর্কে ভুল ধারণা করলেই বা কি, এজন্য মূল সত্যের তো কোন চেহারা বদল হবে না। কিন্ু লোকদেরকে এটা মানতে বাধ্য করানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।……..যে ব্যক্তি এটা মেনে নেবে সে নিজেই লাভবান হবে। আর য মুখ ফিরিয়ে নেবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা

এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী। এটি অত্যন্ত মর্যাদা বিশিষ্ট আয়াত। উবাই ইবনু কা ‘ব (রাঃ) -কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেনঃ ‘মহান আল্লাহ্র কিতাবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদা বিশিষ্ট আয়াত কোনটি?’ তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে ভালো জানেন।’ তিনি পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন। বারবার প্রশ্ন করায় তিনি বলেনঃ ‘আয়াতুল কুরসী।’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাঁকে বলেনঃ

لِيَهْنك الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ.

‘হে আবুল মুনযির! মহান আল্লাহ্ তোমার জ্ঞানে বরকত দান করুন! যে মহান আল্লাহ্র হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ করে আমি বলছি যে, এর জিহ্বা হবে, ওষ্ঠ হবে এবং এটি বাদাশাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে ও ‘আরশের পায়ায় লেগে থাকবে। (মুসনাদ আহমাদ -৫/১৪, সহীহ মুসলিম-১/২৫৮/৫৫৬, মুসনাদআবূদাউদআত-ত্বায়ালিসী-১/২৪) ইমাম মুসলিম (রহঃ) -ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ‘যার হাতে আমার প্রাণ’ এ কথাটুকু উল্লেখ করেন নি। (সহীহ মুসলিম- ১/২৫৮/৫৫৬)

আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) বলেনঃ ‘আমার ধনাগার হতে জিনেরা খেজুর চুরি করে নিয়ে যেতো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এজন্য অভিযোগ পেশ করি। তিনি বলেন, যখন তুমি তাকে দেখবে তখন بِسْمِاللهِاَجِيْبِيْرَسُوْلَاللهَ পাঠ করবে। যখন সে এলো তখন আমি এটি পাঠ করে তাকে ধরে ফেললাম। সে বললোঃ আমি আর আসবো না। সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেনঃ ‘তোমার বন্দী কি করেছিলো? আমি বললামঃ তাকে আমি ধরে ফেলেছিলাম, সে আর না আসার অঙ্গীকার করায় তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেনঃ সে আবার আসবে। আমি তাকে এভাবে দু’ তিন বার ধরে ফেলে অঙ্গীকার নিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেই। আমি তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি বারবারই বলেন, সে আবার আসবে। শেষবার আমি তাকে বলিঃ এবার আমি তোমাকে ছাড়বো না। সে বললোঃ ‘আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি যে, কোন জ্বিন ও শায়তান আপনার কাছে আসতেই পারবে না। আমি বললামঃ আচ্ছা, বলে দাও। সে বললো, এটা ‘আয়াতুল কুরসী।’ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি বললেন, সে মিথ্যাবাদী হলেও এটা সে সত্যই বলেছে।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম-১/৫৬২, মুসনাদ আহমাদ -৫/৪২২, সহীহ ইবনু হিব্বান-২/৭৯/৭৮১, আল মাজমা ‘উযযাওয়ায়িদ-১০/১১৭, ১১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) -ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান গারীব বলেছেন। (জামি ‘তিরমিযী – হাদীস নং

৮/১৮৩) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাজিরদের নিকট গেলে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুর’ আনুল কারীমের খুব বড় আয়াত কোনটি? তিনি এই আয়াতুল কুরসি পাঠ করে শুনান। (তাবারানী, আল মাজমা ‘উযযাওয়ায়িদ-৬/৩২১, উসদুলগাবাহ-১/৮৯) একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছো? তিনি বলেনঃ হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমার নিকট মাল-ধন নেই বলে বিয়ে করিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমার কি قلهوالله মুখস্থ নেই? তিনি বলেন, এটা তো মুখস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এটা তো কুর’ আনুল কারীমের এক চতুর্থাংশ হয়ে গেলো। قليايهاالكفرون কি মুখস্থ নেই? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ এটাও আছে। তিনি বলেন এটা হলো কুর’ আন পাকের এক চতুর্থাংশ। আবার জিজ্ঞেস করেন।زلزلتاذا কি মুখস্থ আছে? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। তিনি বলেন, এটা হলো এক চতুর্থাংশ। اذاجاءنصرالله মুখস্থ আছে কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এটা এক চতুর্থাংশ। আয়াতুল কুরসি কি মুখস্থ আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এটা হলো এক চতুর্থাংশ কুর’ আন। (মুসনাদ আহমাদ)

আবূ যার (রহঃ) বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তিনি মাসজিদে অবস্থান করছেন। আমিও বসে পড়ি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি সালাত আদায় করেছো? আমি বলি, না। তিনি বলেনঃ উঠো, সালাত আদায় করে নাও। আমি সালাত আদায় করে আবার বসে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আমাকে বলেন, হে আবূ যার! মানুষ শায়তান, জ্বিন শায়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করো। আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! মানুষ শায়তানও হয় নাকি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ আমি বলি, হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! সালাত সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, তিনি বলেনঃ এটার সবই ভালো। যার ইচ্ছে হবে কম অংশ নিবে এবং যার ইচ্ছে হবে বেশি অংশ নিবে। আমি বলি, হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আর সাওম? তিনি বলেনঃ এটা এমন ফরয যা যথেষ্ট হয়ে থাকে এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট অতিরিক্ত থাকে। আমি বলি, আর দান-খয়রাত? তিনি বলেন, বহুগুণ বিনিময় আদায়কারী। আমি বলিঃ সবচেয়ে উত্তম দান কোনটি? তিনি বলেন, যে ব্যক্তির মাল অল্প রয়েছে তার সাহস করা কিংবা গোপনে অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করা। আমি জিজ্ঞেস করি, সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বলেনঃ আদম (আঃ) আমি বলি, তিনি কি নবী ছিলেন? তিনি বলেনঃ তিনি নবী ছিলেন এবং মহান আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করি, রাসূলগণের সংখ্যা কতো? তিনি বলেনঃ তিনশ’ এবং দশের কিছু বড় দল। একটি বর্ণনায় তিনশ’ পনের জন শব্দ (সংখ্যা) রয়েছে। আমি বলিঃ হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার ওপর সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বলেন, আয়াতুল কুরসি اللهلاالهالاهوالحيالقيوم।

সহীহুল বুখারীতে كِتَابُالْوَكَالَةِ،كِتَابُفَضَائِلِالْقُرْآنِ এবং صِفَةُإِبْلِيْس- এর বর্ণনায়ও এই হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, আবূ হুরাইহরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে রামাযানের যাকাতের ওপর প্রহরী নিযুক্ত করেছেন। আমার নিকট একজন আগমনকারী আসে এবং ঐ মাল হতে কিছু কিছু উঠিয়ে সে তার চাদরে জমা করতে থাকে। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললামঃ ‘তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট নিয়ে যাবো। সে বলেঃ আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অত্যন্ত অভাবী, আমার অনেক পোষ্য রয়েছে। আমি তখন তাকে ছেড়ে

দেই। সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তোমার রাতের বন্দী কি করেছিলো?’ আমি বললামঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! সে তার ভীষণ অভাবের অভিযোগ করে এবং বলে তার অনেক পোষ্য আছে। তার প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হয়। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কথায় বুঝলাম যে, সে সত্যিই আবার আসবে। আমি পাহারা দিতে থাকলাম। সে এলো এবং খাদ্য উঠাতে লাগলো। আবার আমি তাকে ধরে ফেলে বললামঃ ‘তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে নিয়ে যাবো। ‘সে আবার ঐ কথাই বললো। আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আর চুরি করতে আসবো না।’ তার প্রতি আমার দয়া হলো। সুতরাং তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে আবূ হুরায়রাহ্! তোমার রাতের বন্দিটি কি করেছে? আমি বললামঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! সে অভাবের অভিযোগ করায় আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে।’ আবার আমি তৃতীয় রাতে পাহারা দেই। অতঃপর সে এসে খাদ্য উঠাতে লাগলো। আমি তাকে বললামঃ ‘এটাই তৃতীয় বার এবং এবারই শেষ। তুমি বার বার বলেছো যে, আর আসবে না, অথচ আবার এসেছো। সুতরাং আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে নিয়ে যাবোই।’ তখন সে বললোঃ আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কতোগুলো কথা শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আপনার উপকার সাধন করবেন।’ আমি বললামঃ ঐগুলো কি? সে বললোঃ ‘যখন আপনি বিছানায় শয়ন করবেন তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে নিবেন।’ তাহলে মহান আল্লাহ্ আপনার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করবেন এবং সকাল পর্যন্ত শায়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। সুতরাং তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। পরদিন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ গতরাতে তোমার বন্দী কি করেছে? আমি উত্তরে বললামঃ হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! সে আমাকে কিছু কথা বলেছে যা বললে আমি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ তা কি? আমি বললামঃ সে আমাকে বলেছে যে, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করবেন যে তোমার কাছে অবস্থান করবে, ফলে ভোর পর্যন্ত শায়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘সে চরম মিথ্যাবাদী হলেও এ ব্যাপারে সে সত্য কথাই বলেছে। হে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) ! তিন রাত তুমি কার সাথে কথা বলেছো তা জানো কি? আমি বললামঃ না। তিনি বললেনঃ সে শায়তান। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭২, ৪/৫৬৮, ৬/৩৮৬) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার ‘আল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ’ গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (দারিমী ৫৩২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সেগুলো খেজুর ছিলো আর শায়তান তা মুষ্টিভরে নিয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, তুমি শায়তানকে ধরবার ইচ্ছা করলে যখন সে দরজা খুলবে তখন سبحانمنسخرمحمد পাঠ করবে। শায়তান ওযর পেশ করে বলেছিলো, আমি একটি দরিদ্র জিনের ছেলে-মেয়ের জন্য এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। (তাফসীর ইবনু মারদুওয়াই)

আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র ইস্‌মে ‘আযম

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনটি আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র ইস্মে ‘আযম রয়েছে। একটিতো হচ্ছে আয়াতুল কুরসী।

﴿ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ﴾

‘মহান আল্লাহ্‌! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সবকিছুর ধারক।’ (২নং সূরাহ বাকারাহ, আয়াত নং ২৫৫) দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ

﴿ الٓمّٓ ۟ۙ﴿۱﴾ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ﴾

‘আলীফ, লাম, মীম। মহান আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান।’ (৩ নং সূরাহ্‌ আলি ‘ইমরান, আয়াত নং ১-২) এবং তৃতীয়টি হচ্ছেঃ

﴿ وَ عَنَتِ الۡوُجُوۡهُ لِلۡحَیِّ الۡقَیُّوۡمِ ؕ وَ قَدۡ خَابَ مَنۡ حَمَلَ ظُلۡمًا ﴾

‘স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ পালনকর্তার নিকট সকলেরই হবে অধোবদন এবং সেই ব্যর্থ হবে যে যুলমের ভার বহন করবে।’ (২০ নং সূরাহ্‌ তা-হা, আয়াত নং ১১১। মুসনাদ আহমাদ ৬/৪৬১) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) , তিরমিযী (রহঃ) এবং ইবনু মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (সুনান ইবনু মাজাহ- ২/১২৬৭/৩৮৫৬, হাদীস নং২/১৬৮, ৯/৪৪৭, ২/১২৬৭) তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

এ ছাড়া ইবনু মারওদুয়াই (রহঃ) আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি কেউ মহান আল্লাহ্‌র ইসমে ‘আযমসহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তাহলে তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করেন। তা রয়েছে এই তিনটি সূরায়। সূরাহ্‌ বাকারাহ, সূরাহ্‌ আলি ‘ইমরান ও সূরাহ্‌ তা-হা। (তাবারানী ৮/২৮২)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইসমে ‘আযম তিনটি সূরায় রয়েছে। এই নামের বরকতে যে প্রার্থনা মহান আল্লাহ্‌র নিকট করা হবে তা গৃহীত হয়ে থাকে। ঐ সূরাহ্‌ তিনটি হচ্ছে, সূরাহ্‌ বাকারাহ, সূরাহ্‌ আলি ‘ইমরান ও সূরাহ্‌ তা-হা। (তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই)

দামেস্কের খাতিব হিশাম ইবনু ‘আম্মার (রহঃ) বলেন যে, সূরাহ্ বাক্বারার ইসমে ‘আযমের আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, সূরাহ্ আলি ‘ইমরানের প্রথম আয়াত ৩টি এবং সূরাহ্ ত্বা-হার ﴿وَعَنَتِالْوُجُوْهُلِلْحَيِّالْقَيُّوْمِ﴾ এই আয়াতটি।

আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে ১০টি পূর্ণাঙ্গ বাক্য

এই আয়াতে পৃথক পৃথক অর্থ সম্বলিত দশটি বাক্য রয়েছে।

১। প্রথম বাক্যে মহান আল্লাহ্‌র একাত্মবাদের বর্ণনা রয়েছে যে, ﴿اَللّٰهُلَاۤاِلٰهَاِلَّاهُوَ﴾ সৃষ্টজীবের তিনিই একমাত্র মহান আল্লাহ্।

২। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে যে, ﴿اَلْحَيُّالْقَيُّوْمُ﴾ তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর ওপর কখনো মৃত্যু আসবেনা। তিনি চির বিরাজমান। কাইউমুন শব্দটির দ্বিতীয় পঠন কাইয়্যামুনও রয়েছে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন লোকই কোন জিনিস প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে না। যেমন অন্য জায়াগয় রয়েছেঃ

﴿ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ﴾

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। (৩০নংসূরাহ্‌রুম, আয়াত নং ২৫)

৩। তৃতীয় বাক্যটিতে বলা হচ্ছেঃ

﴿ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ﴾

‘না কোন ক্ষয়-ক্ষতি তাঁকে স্পর্শ করে না, না কোন সময় তিনি স্বীয় জীব হতে উদাসীন থাকেন। বরং প্রত্যেকের কাজের ওপর তাঁর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। প্রত্যেকের অবস্থা তিনি দেখছেন। সৃষ্টজীবের কোন অণু-পরমাণুও তাঁর হিফাযত ও জ্ঞানের বাইরে নেই। তন্দ্রা ও নিদ্রা কখনো তাঁকে স্পর্শ করে না।’ সুতরাং তিনি ক্ষনিকের জন্যও সৃষ্টজীব হতে উদাসীন থাকেননা।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছেঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে সাহাবীগণকে চারটি কথার নির্দেশ দেন। তিনি বলেনঃ

(১) মহান আল্লাহ্ কখনো ঘুমাননা আর পবিত্র সত্ত্বার জন্য নিদ্রা আদৌ শোভনীয় নয়। (২) তিনি দাঁড়ি-পাল্লার রক্ষক। যার জন্য চান ঝুঁকিয়ে দেন এবং যার জন্য চান উঁচু করে দেন। (৩) সমস্ত দিনের কার্যাবলী রাতের পূর্বে এবং রাতের ‘আমল দিনের পূর্বে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়। (৪) তাঁর সামনে রয়েছে আলো বা

আগুনের পর্দা। সেই পর্দা সরে গেলে যতোদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে ততোদূর পর্যন্ত সমস্ত জিনিস তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম ১/১৬১)

৪। চতুর্থ বাক্যটিতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ﴾

নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন অন্যত্র বলেনঃ

﴿ اِنۡ کُلُّ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ اِلَّاۤ اٰتِی الرَّحۡمٰنِ عَبۡدًا ﴿۹۳﴾ لَقَدۡ اَحۡصٰىهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدًّا ﴿۹۴﴾ وَکُلُّهُمۡ اٰتِیۡهِ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ فَرۡدًا ﴾

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করে রেখেছেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (১৯ নং সূরাহ্ মারইয়াম, আয়াত নং ৯৩-৯৫)

৫। পঞ্চম বাক্যে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ﴾

কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?’ এ ধরনের অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

﴿وَکَمۡ مِّنۡ مَّلَکٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغۡنِیۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَیۡـًٔا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ یَّاۡذَنَ اللّٰهُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَرۡضٰی﴾

আকাশে কতো ফিরিশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতোক্ষণ মহান আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (৫৩ নং সূরাহ্ আন নাজম, আয়াত নং ২৬) অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿وَ لَا یَشۡفَعُوۡنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارۡتَضٰی ﴾

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। (২১নং সূরাহ্ আম্বিয়া, আয়াত নং ২৮)

কিন্তা তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবেনা। তবে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি হিসেবে যদি কারো জন্য অনুমতি দেয়া হয় সেটা ভিন্ন কথা। এখানেও মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহা-মর্যাদার কথা বর্ণিত হচ্ছে। তাঁর অনুমতি ও সম্মাতি ছাড়া কারো সাহস নেই যে, সে কারো সুপারিশের জন্য মুখ খোলে। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

‘আমি মহান আল্লাহ্র ‘আরশের নীচে গিয়ে সাজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা যতোক্ষণ চাবেন আমাকে এই অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর বলবেনঃ ‘মাথা উত্তোলন করো। তুমি বলো, তোমার কথা শোনা হবে, সুপারিশ করো, তা গৃহীত হবে।’ তিনি বলেনঃ ‘আমাকে সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আমি জান্নাতে নিয়ে যাবো। (সহীহ মুসলিম ১/১৮০)

৬। ষষ্ঠ বাক্যে রয়েছেঃ

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾

সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে।' যেমন অন্য জায়গায় ফিরিশতার উক্তি নকল করা হয়েছেঃ

﴿وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ١ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ١ۚ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾

আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না; যা আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এই দু' য়ের অন্তবর্তী তা তাঁরই এবং আপনার রাব্ব কোন কিছু ভুলেননা। (১৯নং সূরাহ্ মারইয়াম, আয়াত নং ৬৪)

৭। সপ্তম বাক্যে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾

একমাত্র তিনি যতোটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অন্তর জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেউ ধারণা করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ যে অসীম জ্ঞানের মালিক তা থেকে তিনি যদি কাউকে জানানোর ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তাকে তা জানান। মহান আল্লাহ্ যাকে যে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করেন তার অধিক জ্ঞাত হওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴾

কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। (২০ নং সূরাহ্ তা-হা, আয়াত নং ১১০)

৮। অষ্টম বাক্যে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ﴾

তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত। ওয়াকী ' (রহঃ) তার তাফসীরে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ কুরসী হলো মহান আল্লাহ্র পা রাখার স্থান এবং তাঁর সিংহাসন কি ধরনের তা চিন্তা করাও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। (তাবারানী ১২/৩৯) ইমাম হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থেও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (২/২৮২) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি সহীহাইনের শর্তে সঠিক। যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যদি ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং সবাইকে মিলিত করে এক করে দেয়া হয় তাহলে তা কুরসীর তুলনায় ঐরূপ যেরূপ জনশূন্য মরু প্রান্তরে একটি বৃত্ত।' (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৩/৯৮১)

৯। নবম বাক্যে বলা হয়েছেঃ

﴿ وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ﴾

এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না।

বরং এগুলো সংরক্ষণ তার নিকট অতীব সহজ। তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবগত। সবকিছুর ওপর তিনি রক্ষকরূপে রয়েছেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর সামনে অতীব তুচ্ছ। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং সবাই তাঁর নিকট অতি দরিদ্র। তিনি ঐশ্বর্যশালী এবং অতীব প্রশংসিত। তিনি যা চান তাই করে থাকেন। তাঁকে হুকুমদাতা কেউ নেই এবং তাঁর কাজে হিসাবগ্রহণকারীও কেউ নেই।

১০। দশম বাক্যে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾

তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান প্রত্যেক জিনিসের ওপর ব্যাপক ক্ষমতাবান। সবকিছুরই মালিকানা তাঁর হাতে রয়েছে। এ জন্যই তিনি বলেনঃ ﴿ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴾

তিনি সমুন্নত ও মহীয়ান। (১৩নং সূরাহ্ রা ‘দ, আয়াত নং ৯) এই আয়াতটিতে এবং এই প্রকারের বহু আয়াতে ও সহীহ হাদীসমূহ মহান আল্লাহ্র গুণাবলী সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে এগুলোর অবস্থান জানার চেষ্টা না করে এবং অন্য কিছুর সাথে তুলনা না করে এবং ঐগুলোর ওপর বিশ্বাস রাখাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের পূর্ববর্তী মহা মনীষীগণ এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন।

এ আয়াতকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। এটাকে ইসমে আযমও বলা হয়। (তিরমিযী হা: ৩৪৭৮, আবূ দাঊদ হা: ১৪৬৯, হাসান)

এ আয়াতের ফযীলাত সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন উবাই বিন কা ‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হল আল্লাহ তা ‘আলার কিতাবে কোন্ আয়াত সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন: আয়াতুল কুরসী। (সহীহ মুসলিম হা: ৮১০)

যে ব্যক্তি সকাল বেলায় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। আবার সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে। (হাকিম ১/৫৬২, সহীহ)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ তা ‘আলার তরফ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত তার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। (সহীহ বুখারী হা: ২৩১১, সহীহ মুসলিম হা: ১৪২৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

>مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مِكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا اَنْ يَمُوْتَ

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে যেতে মৃত্যু ছাড়া কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (সিলসিলা সহীহাহ হা: ৯৭২, মিশকাত হা: ৯৭৪, সহীহ)

আয়াতুল কুরসীর এত ফযীলত ও মহত্ত্বের মূল কারণ হলো এ আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলার তাওহীদ ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ: কুরসী শব্দের অর্থ: চেয়ার, তবে এখানে কুরসী হল আল্লাহ তা ‘আলার দু’ টি পা রাখার জায়গা। (ইবনু খুযাইমাহ হা: ৭২, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন) এছাড়াও কুরসী অর্থ আল্লাহ তা ‘আলার শক্তি জ্ঞান বা আরশ বলে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন যা সঠিক নয়।

এ আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলার অনেকগুলো গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি একমাত্র মা ‘বূদ। তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন মা ‘বূদ নেই। اَلْحَيُّ বা চিরঞ্জীব, এই গুণ একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার। এ গুণে আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া কেউ গুণান্বিত নয়। আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া সবল প্রাণী মরণশীল। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ)

“প্রতিটি প্রাণ মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; অতঃপর তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরা আনকাবূত ২৯:৫৭) সুতরাং যারা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হায়াতুন নাবী বলে থাকে তাদের দাবী এ আয়াত খণ্ডন করে দিচ্ছে। اَلْقَيُّوْمُ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। খাওয়া, পান করা, বিশ্রাম, বান্দার ইবাদত, দান-সদাকাহ ইত্যাদি থেকে অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ)

“হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত প্রশংসিত।” (সূরা ফাতির ৩৫:১৫)

(لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ)

আল্লাহ তা ‘আলা ঘুমান না এমনকি তন্দ্রাচ্ছন্নও হন না। এটা আল্লাহ তা ‘আলার পরিপূর্ণতার গুণ।

(مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَه)

শাফায়াত ও তার প্রকার এবং কারা কাদের জন্য শাফা ‘আত করতে পারবে তা অত্র সূরার ৪৫-৪৭ নং আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর জ্ঞান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সৃষ্টি জগত তা বেষ্টন করতে পারে না। তবে তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। তার কুরসী আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। এ আকাশ ও পৃথিবী পরিচালনা করতে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সকল ইবাদত পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলা।

২. আল্লাহ তা ‘আলা ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

৩. আল্লাহ তা ‘আলার অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না।

৪. আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর জ্ঞান দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে আছেন।

৫. আল্লাহ তা ‘আলার পা আছে- এ গুণ প্রমাণিত হল।

৬. আল্লাহ তা ‘আলা ইচ্ছা করেন- এগুণ প্রমাণিত হল।

৭. আল্লাহ তা ‘আলা স্ব-স্বত্তায় ওপরে আছেন- সর্বত্র বিরাজমান নন।

৮. আয়াতুল কুরসীর ফযীলত অবগত হলাম।